দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

উচ্চশিক্ষার গুণগত পরিবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং উন্নয়নে প্রস্তাব

প্রকাশিত: ০৬ - আগস্ট, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

- ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস পরিক্রমা। বলা যায়, আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। তবে ১৪০০-২০০০ বছর পূর্বের এ অঞ্চলের পুন্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থানগড়), পাহাড়পুর ও ময়নামতির বৌদ্ধ মঠগুলোতে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রখ্যাত নালন্দা বিশ^বিদ্যালয়ের অবস্থান বাংলাদেশ থেকে বেশি দূরে নয় এবং সপ্তম শতাব্দীতে এ বিশ^বিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন শীলাভদ্র নামক একজন বাঙালী। বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা উচ্চশিক্ষা বা বিশ^বিদ্যালয়ের মহান ঐতিহ্যের গর্বিত উত্তরাধিকারী। তবে এ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে (পূর্ববাংলা) শিক্ষার উন্নয়নের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় ছিল বাংলাদেশ নামক এ ভূখ- একমাত্র বিশ^বিদ্যালয়। তবে ১৯৫৩-১৯৭০ সময়কালে পাকিস্তান আমলে আরও পাঁচটি পাবলিক বিশ^বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিশ^বিদ্যালয় এবং এর শিক্ষার্থী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেশকে একটি মেধাসম্পন্ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ উন্নত জাতি গড়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের পর পরই ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর (প্রথম বিজয় দিবস) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জাতির সামনে তুলে ধরেন। উচ্চশিক্ষার প্রসার ও মানসম্মত উন্নয়নই প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে আসীন করার পথকে সুগম করবে।

বিশ^ব্যাপী যখন অর্থনৈতিক মন্দা অব্যাহত রয়েছে, বাংলাদেশ তখন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ৭ থেকে ৮ শতাংশ স্থিতিশীল জিডিপি অর্জন করেছে। উচ্চ সম্ভাবনা এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি বাংলাদেশকে পরবর্তী এগারোটি সম্ভাবনাময় দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিশে^ ৭ম জনবহুল (১৬০ মিলিয়ন) দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সামাজিক ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-এর অধিকাংশই অর্জন করেছে। এ দেশের ১৫ থেকে ৩৫ বছরের আশি মিলিয়ন (আট কোটি) যুবশক্তিকে আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব হলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অর্জিত হবে। এ জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ৬৩.০৮ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ শতাংশের অধিক। উচ্চশিক্ষা স্তরে এ বৃদ্ধি বিস্ময়কর। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা স্তরে ২০০৯ সালের ১.৬ মিলিয়ন শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ৩.৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থীতে উন্নীত হয়েছে, যা একটি কোয়ান্টাম জাম্প। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চশিক্ষার এ ব্যাপক বিস্তার ও সম্প্রসারণ সত্ত্বেও শিক্ষা ও গবেষণার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এটি স্পষ্ট যে, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এ দেশের উদীয়মান বৈশি^ক অর্থনীতি ও সমৃদ্ধি পূর্ব এশিয়া এবং নর্ডিক অঞ্চলের দেশসমূহে দৃশ্যমান।এ দেশের শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য একটি পদ্ধতিগত বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশে বর্তমানে মোট ১৫৫টি বিশ^বিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে ৪৯টি সরকারী, ১০৪টি বেসরকারী ও ০২টি আন্তর্জাতিক বিশ^বিদ্যালয় রয়েছে। জাতির ভবিষ্যত বিনির্মাণে উচ্চশিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, তা হলে সমগ্র জাতির জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। কাজেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যথার্থ র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতি অত্যাবশ্যক। সর্বমহলে গৃহীত র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন, সঠিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, আর্থিক সুবিধা অর্জন, নতুন গবেষকদের গবেষণা কর্মকা- পরিচালনায় সহায়তা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গঠনমূলক প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদশের মতো একটি উদীয়মান দেশে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা ঝঁংঃধরহধনষব উবাবষড়ঢ়সবহঃ এড়ধষ (ঝউএ)-এ ১৭টি সূচকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো শিক্ষা। বর্তমান সরকার শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান অর্জন, বৈশ্বিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবনমূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন পর্যায়ে নীতিনির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণেও কাজ করে চলেছে। তবে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বিশ^বিদ্যালয় পর্যায়ে র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি চালু হয়নি। কাজেই বাংলাদেশে একটি যথোপযুক্ত র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। গুণগত মানসম্পন্ন পাঠদান নিশ্চিতসহ শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে মান বজায় রাখতে র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি জরুরী। এই র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি বিশ^বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সুষম প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। একটি দেশে যথার্থ র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি না থাকলে উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নেয়া যায় না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল যৌথভাবে র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি চালু করতে পারে। অনেকগুলো মানদ-ের ভিত্তিতে র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি হওয়া উচিত। সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য উপকারী হবে এমন একটি র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতি চালু করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রস্তাবিত মেথোডোলজিতে গবেষণা, ফ্যাকাল্টি, প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ও অবকাঠামো, বিশ^বিদ্যালয়ের সুনাম, এ্যালামনাই, চাকরির বাজারে প্রবেশে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ইত্যাদি সূচক ব্যবহৃত হবে।

র‌্যাঙ্কিং উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব

১। আন্তর্জাতিক র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, তথ্য ও ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয়কে প্রশিক্ষণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা সময়মত আন্তর্জাতিক র‌্যাঙ্কিং কর্তৃপক্ষ, ইউজিসির নিকট পেশ করতে হবে। একই সঙ্গে বিশ^বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে। প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয়ের আইকিইউএসি (ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল) এ লক্ষ্যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। ক. আন্তর্জাতিক র‌্যাঙ্কিং নির্ধারণে যে সূচক ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত অভিন্ন তথ্যাদি সংবলিত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। খ. প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গবেষণা ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র চালু করতে পারে। গ. সমন্বিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। ঘ. আন্তর্জাতিক র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতির চ্যালেঞ্জসমূহ শনাক্তকরণ। ঙ. শীর্ষ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের র‌্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে সুনাম একটি র‌্যাঙ্কিং সূচক হতে পারে। কারণ একই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে এর মাধ্যমে পৃথক করা সহজ। চ. শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণে উচ্চমানসম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরিতে বিশ^বিদ্যালয়কে কাজ করতে হবে। ছ. প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয়ের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে র‌্যাঙ্কিং নির্ধারিত হবে। কাজেই প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করতে হবে। জ. বর্তমানে বিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরও দক্ষতার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয়কে উচ্চমানসম্পন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

উচ্চশিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত উদ্যোগ নি¤œরূপ

ক. গবেষণা ও উন্নয়নের সংস্কৃতি অভিযোজনের মাধ্যমে বিশ^বিদ্যালয় পর্যায়ে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। খ. ইউজিসি মানসম্পন্ন পাঠদান, গবেষণা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দক্ষ গ্রাজুয়েট তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয়ে লক্ষ্যভিত্তিক এ্যাপ্রোচ চালু করবে। এই লক্ষ্যভিত্তিক এ্যাপ্রোচকে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মদক্ষতা ও তহবিল বরাদ্দের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। গ. গবেষণার ফলাফল নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়ার (প্রকাশিত জার্নাল, কনফারেন্স, হাই ইমপ্যাক্ট জার্নালস এবং কমার্শিয়ালাইজেশন ইত্যাদি) ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ঘ. গ্রাজুয়েটদের চাকরির বাজারে প্রবেশের জন্য কোর্স-কারিকুলাম, জ্ঞান, দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাঠামোবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করতে হবে। ৪-৬ মাস এর বাধ্যতামূলক ও কার্যকরি ইন্টার্নশিপ চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। ঙ. শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নতুন পাঠদান পদ্ধতি, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল নিয়মিত মূল্যায়ন ও তদারকি করতে হবে। চ. কাঙ্খিত উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের পরিচালনার লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ছ. ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষা (আউটকাম বেজড এডুকেশন) এর আলোকে বিভিন্ন ডিগ্রির যোগ্যতা সনাক্তকরণের জন্য পদ্ধতি চালু করতে হবে। জ. প্রয়োজনীয় শর্তারোপ করে স্থায়ী সনদপ্রাপ্ত প্রাইভেট বিশ^বিদ্যালয়ে ঢ়য.উ প্রোগাম চালু করা যেতে পারে। যে বিষয়ে ঢ়য.উ প্রদান করা

হবে সে বিষয়ে কমপক্ষে ০৫ জন ঢ়য.উ ডিগ্রিধারী পূর্ণকালীন অধ্যাপক থাকতে হবে এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে অন্তত ১০টি প্রকাশনা থাকতে হবে (এটি প্রতি বছর প্রযোজ্য হবে)। ঝ. গবেষণা, উন্নয়ন ও এর বাজারজাতকরণের জন্য ওছঅঈ এর মতো প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি ইনোভেশন এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (ইউআইআইসি) চালু করা যেতে পারে। ঞ. পুরস্কার, স্বীকৃতি ও আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে গবেষণা ও এর বাজারজাতকরণ সংস্কৃতি ত্বরান্বিত করতে হবে। ট. শিক্ষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল আন্তর্জাতিকমানের জার্নালে (হাই ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নাল/ইনডেক্স জার্নালে) প্রকাশিত হলে গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে। ঠ. শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে ২-৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। ড. একাডেমিক এক্সিলেন্সের মাধ্যমে বিশ^বিদ্যালয়ের সর্বজনবিদিত সুনাম বৃদ্ধি করতে হবে। ঢ. যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হবে। ণ. জাপানের আদলে বাংলাদেশের শিল্পনীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে।

বাংলাদেশ সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। এদেশের বিশ^বিদ্যালয়সমূহ বিশ^ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে ক্রমাগত সাফল্য বজায় রাখছে। দেশের তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিষেশায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনির্ভাসিটি ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় এবং বিশ্বে ১২তম মেরিটাইম ইউনির্ভাসিটি। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধু এ্যাভিয়েশন এ্যান্ড এ্যারো স্পেস ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা বিল ২০১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে পাস হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বিকাশমান দেশ। অদূর ভবিষ্যতে এর র‍্যাঙ্কিং আরও উচ্চমানে উন্নীত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাকে আরও বেশি গতিশীল করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। বিশ^বিদ্যালয়সমূহের র‍্যাঙ্কিং একটি দেশ ও জাতির উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মধ্যে অন্যতম। আন্তর্জাতিকভাবে বিশ^বিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ের বিষয়ে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন অবস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনকি র‍্যাঙ্কিং আপগ্রেড করার জন্য যথোপযুক্ত মেথোডলজি তৈরি করাও সম্ভব হয়নি। এই প্রস্তাবটি প্রথমবারের মতো একটি প্রাথমিক কাঠামোর অবতারণা করেছে, যা যে কোন র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতির জন্য ব্যবহারোপযোগী হতে পারে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক ও সদস্য

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com